International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

বাংলায় ফারসি বর্ণমালার সঠিক উচ্চারণ এবং তার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মেহেদী হাসান

সহকারী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ.

ARTICLE INFO

Article history:

Received :

Received (revised form):

Accepted :

Paper_Id : ibjcal2020SI01

Keywords:

ধ্বনি
ভাষা
ফারসি
বাংলা
বর্ণ
বর্ণমালা
উচ্চারণ

ABSTRACT

ফারসি ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় জাতির ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। এ ভাষার ইতিহাস সাত হাজার বছরেরও অধিক সময়ের। এটি এমন একটি প্রাচীন ভাষার উত্তারাধিকার, যেটির সমসাময়িক অনেক ভাষা ইতোমধ্যে পৃথিবীর ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে এটি বিশ্বের তিনটি দেশ- ইরান, আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তানে যথাক্রমে 'ফারসি', 'দারি' এবং 'তাজিক' নামে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এছাড়া ফারসি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী পৃথিবীর শতাধিক দেশে বসবাসও করছে। কেবল একটি বিশাল ও সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর ভাষা এবং এর সুপ্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কারণেই নয়, উন্নত সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে বিশ্বের বিখ্যাত এবং প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ফারসি ভাষার চর্চা এবং গবেষণা বিদ্যমান। বঙ্গজনপদে এ ভাষা চর্চার ইতিহাস প্রায় আটশত বছরের। তবে বহুকাল যাবত এ ভাষাটির চর্চা সারা বিশ্বে অব্যহত থাকলেও সময়ের বিবর্তন, স্থানের দূরত্ব ও জাতিগোষ্ঠীর ভাষাগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন দেশের মানুষের বাচনভঙ্গিতে এর বেশকিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বিভ্রাট তৈরি হয়েছে। সে কারণে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বিদ্যমান দেশগুলো ছাড়াও উপমহাদেশে প্রচলিত ফারসি ভাষার উচ্চারণে আমরা বেশকিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক পার্থক্য লক্ষ করি। উপমহাদেশীয় ফারসি উচ্চারণের প্রভাবে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ফারসি উচ্চারণে এ ধরনের বিভ্রাট পরিলক্ষিত হয়, যা চিহ্নিত এবং নিরসন হওয়া প্রয়োজন। এ বিভ্রাট নিরসনের অংশ হিসেবে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি ইরানের রাজধানী তেহরানে বর্তমানে প্রচলিত প্রমিত ফারসিকে মানভাষা এবং এর উচ্চারণকে মান-উচ্চারণ হিসেবে নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী বাংলায় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোমান ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রতীকে ফারসি বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস।

1.0 ভূমিকা

বৈয়াকরণিকগণের লেখায় ভাষার বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু ধ্বনিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার সর্বোত্তম যে সংজ্ঞাটি পাওয়া যায়, সেটি হলো:

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

> মনোভাব প্রকাশের জন্য মানুষের ফুসফুসতাড়িত বায়ু গলনালী, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ওষ্ঠ, নাক প্রভৃতি বাগযন্ত্রের সহায়তায় ও মাধ্যমে বেরিয়ে আসার সময় যে আওয়াজ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয়, তার নাম ভাষা। এ ধ্বনি এক এক জনগোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে এক একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে। যদিও সব মানুষ একই বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ধ্বনির সৃষ্টি করে, তবু এক এক গোষ্ঠীর ভাষা শৃঙ্খলা ও ভাষা বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হয়। তাই এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলাজাত ধ্বনিপুঞ্জকে আমরা বলি এক একটি ভাষা। (চৌধুরী, ১৯৯৬: ১)

'সুতরাং, অল্পকথায় নির্দেশ করিতে গেলে, মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা' (সেন, ২০০৪: ১৫)। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন ভাষার বর্ণমালাই প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর প্রতিকৃতিকে আশ্রয় করে গঠিত হয়েছে। মহান দারিয়ুশের (Darius the Great) সময়কালে (শাসনকাল: ৫২১-৪৮৬ খ্রি.পূ.) তাঁর আদেশে প্রাচীন ফারসি ভাষার বর্ণমালার লেখা লৌহশলাকা বা পেরেক আকৃতির কীলকলিপি বা বাণমুখলিপি দিয়ে শুরু হয় (আবুল কাসেমি, ১৩৭৮)। হাজার বছরের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় কীলকলিপি থেকে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহের মাধ্যমে পাহলভি ভাষার যে লিপি ইরানে বিদ্যমান ছিল , আরবীয় মুসলমানগণ ইরান দখলের পর সে পাহলভি ভাষা ও তার লিপির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে রহিত হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সে স্থানটি দখল করে নতুন ফারসি ভাষা এবং তার লিপি হিসেবে আরবীয় সেমেটিক বর্ণমালা । পাহলভি লিপি অন্যান্য আর্য লিপির মতো বাম থেকে ডানে লেখা হতো। কিন্তু সেমেটিক লিপি ডান থেকে বামে লেখা হয় বিধায় ফারসি আর্য ভাষা হলেও এর বর্ণমালা ডানপন্থী। এক কথায় বলা যায়, ধ্বনি ও বর্ণে ফারসি ভাষা আর্য ও সামীয় রীতির যুগল মেলবন্ধনের এক চমৎকার নিদর্শন । অপর দিকে, প্রাচ্য ভারতীয় আর্য তথা গৌড় অপভ্রংশ থেকে নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার একটি বিশিষ্ট রূপ বঙ্গ -কামরূপী ভাষা থেকে উদ্গত হয় বাংলাভাষার (শহীদুল্লাহ্, ২০০৬: ৯, ৬৮)। বাংলাভাষার বর্ণমালা আদিম আর্যলিপি হিসেবে স্বীকৃত ব্রাহ্মীলিপি থেকে উদ্ভুত ভারতবর্ষের পূর্বী বিভাগ অর্থাৎ মগধরাজ্য-এর নাগরী লিপি থেকে উৎপন্ন হয়েছে (ওঝা, ১৯৮৯: সাত, ১৪২)। ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই-এর মতে, 'বাংলা বর্ণমালা দেবনাগরী বর্ণমালার আদর্শে গঠিত' (হাই, ২০১৪: ২৮২)। আর্যলিপির নিয়ম অনুযায়ী এটি বাম থেকে ডানে লেখা হয়। প্রতিটি ভাষার বর্ণমালা নির্মিত হয়েছে ওই ভাষী মানুষের ধ্বনি উচ্চারণের সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। ১১টি স্বরবর্ণ এবং ৩৯টি ব্যাঞ্জনবর্ণ অর্থাৎ মোট পঞ্চাশটি বর্ণ -সহযোগে গঠিত বাংলাভাষার বর্ণমালাটি বিশ্বের একটি অন্যতম সমৃদ্ধ বর্ণমালা। সুতরাং বর্ণের সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালি জাতি পঞ্চাশটি ধ্বনি উচ্চারণে সক্ষম। কিন্তু এগুলো ছাড়াও বেশকিছু আঞ্চলিক ধ্বনির উচ্চারণ হিসেবে নিলে বলা যায়, বাঙ্গালি জাতির ধ্বনি উচ্চারণের সক্ষমতা এর চেয়ে বেশি। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের দু'একটি ভাষা ব্যতীত বাংলা ভাষার ধ্বনির সংখ্যা অন্য যে কোনো ভাষার ধ্বনির সংখ্যার চেয়ে অধিক । এতগুলো ধ্বনি উচ্চারণের জন্য অন্যান্য ভাষীর চেয়ে অধিকসংখ্যক ধ্বনি উৎপাদক বাগপ্রত্যঙ্গ (Sound producing organs) ব্যবহৃত হয় বিধায় স্বভাবগতভাবেই বাঙালিরা অন্য যে কোনো ভাষার অধিকাংশ ধ্বনির উচ্চারণ স্বল্প প্রচেষ্টাতেই আত্মস্থ করতে সক্ষম । এ সহজাত সক্ষমতার কারণেই দু'একটি ব্যতিক্রম ব্যতীত বাঙ্গালির পক্ষে ফারসি ভাষার বর্ণগুলোর ধ্বনিসমূহ উচ্চারণও সম্ভবপর হয়। উল্লেখ্য যে, দৃশ্যত সতেরটি বর্ণ বেশি থাকলেও ফারসি বেশ কয়েকটি বর্ণের সমধ্বনিসম্পন্ন প্রতিবর্ণ বাংলা বর্ণমালায় বিদ্যমান নেই । ফলশ্রুতিতে বাংলা বর্ণসমূহ দ্বারা সে বর্ণগুলোর প্রকৃত উচ্চারণ নির্ধারণ এবং প্রতিবর্ণায়ন সম্ভবপর নয়। এ প্রতিবর্ণায়ন-সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রয়োজনীয় স্থানে ইংরেজি বর্ণমালায় বিদ্যমান সমধ্বনির বর্ণগুলোকে ব্যবহার করেছি । অন্য কোনো ভাষার বর্ণসমূহের সাহায্য গ্রহণ না করে ইংরেজি বর্ণসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে দুটি যৌক্তিক কারণে। প্রথমত , বাংলা অঞ্চল প্রায় ১৯০ বছর (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন থাকাকালীন সরকারি উদ্যোগে ইংরেজি ভাষাকে এদেশীয় সাধারণ

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

শিক্ষাব্যবস্থায় এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় যে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশদের শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পরও সে ভাষাটিকে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দেয়া সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি ভাষা যে কোনো কারণেই হোক, আন্তর্জাতিকতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে বিধায় নিজস্ব প্রয়োজনের খাতিরেই এ ভাষাটিকে আমরা অলিখিতভাবে আমাদের Second Language (দ্বিতীয় ভাষা) হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি। এ কারণেও আমরা ইংরেজি বর্ণমালার সাথে পরিচিত। এসব কারণ বিবেচনায় ফারসি বর্ণমালার যে বর্ণসমূহের উচ্চারণগত সমধ্বনি বাংলা বর্ণমালায় বিদ্যমান নেই, সে বর্ণগুলোর ধ্বনির উচ্চারণ আমরা ইংরেজি এবং রোমান ধ্বনিপ্রতীকের মাধ্যমে বর্ণনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, যাতে পাঠক এবং গবেষকগণ ধ্বনিতত্ত্বগত সঠিক উচ্চারণ সহজেই বুঝতে সক্ষম হন।

2.0 ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ ফারসি বর্ণমালার পরিচিতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা বর্ণমালায় বর্ণের সংখ্যা পঞ্চাশটি। আরবি বর্ণমালাকে আত্তীকৃত ফারসি বর্ণমালায় এতগুলো বর্ণ নেই; এর বর্ণসংখ্যা মাত্র ৩৩ (তেত্রিশটি)। আরবিতে বিদ্যমান ঊনত্রিশটি বর্ণের সথে নিজস্ব চারটি স্বতন্ত্র ধ্বনির (p, č, ž, g) জন্য আরবি বর্ণমালারই চারটি বর্ণ (ک، ز، چ، ب) দ্বারা নির্মিত চারটি অতিরিক্ত বর্ণসহযোগে (گ، ژ، چ، پ) ফারসির এ বর্ণমালাটি গঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, گ، ژ، چ، پ এ চারটি বর্ণ খাঁটি ফারসি ধ্বনি বা বর্ণ। এছাড়া ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، غ এ ৮টি বর্ণ বা ধ্বনি হলো খাঁটি আরবি। বাকি ২০টি ধ্বনি আরবি ফারসি উভয় ভাষাতেই রয়েছে (স্বপন, ১৯৯০: ১৫)। ফারসি ভাষায় অসংখ্য আরবি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটায় উক্ত আটটি খাঁটি আরবি বর্ণকেও ফারসি বর্ণমালায় স্থান দিতে হয়েছে। সুতরাং, ফারসিতে ব্যবহৃত যেসব শব্দে ওই আটটি বর্ণের যে কোনোটির উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে, বুঝতে হবে সেগুলো মূলত আরবি শব্দ। স্মর্তব্য যে, আনিসুর রহমান স্বপন তাঁর ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ গ্রন্থে ফারসি বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের পরিচিতি তুলে ধরেছেন, তবে সেখানে কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক বিভ্রাট লক্ষণীয়। এ বিভ্রাট দূরীকরণে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটিতে সমাধানের পথনির্দেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আমরা বাংলায় এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইংরেজি এবং রোমান ধ্বনিপ্রতীকের মাধ্যমে ফারসি বর্ণমালার প্রতিটি বর্ণের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব:

ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণসহ ফারসি বর্ণমালার তালিকা:

ক্রমিক নং	ফারসি বর্ণ	বর্ণের নাম	প্রচলিত বাংলা সমধ্বনি	প্রকৃত সমধ্বনি	রোমান ধ্বনিপ্রতীক
১	آ	আলেফে মামদূদে	অ	অ	ā/â
২	ء/ا	আলেফ/হামযে	আ	আ	a/’
৩	ب	বে	ব	ব	b
৪	پ	পে/ফে	প	ফ(ph)	p
৫	ت	তে/থে	ত	থ	t
৬	ث	সে	ছ/স	s/স	s
৭	ج	জিম/জীম	জ	জ	j
৮	چ	চে/ছে	চ	ছ	č

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

৯	ح	†n	হ	হ	h
১০	خ	খে/xe	খ	khh	x
১১	د	দা'ল্	দ	দ	d
১২	ذ	যা'ল্	জ/য	z	z
১৩	ر	রে	র	র	r
১৪	ز	যে	জ/য	z	z
১৫	ژ	যে/že	ঝ	ž	ž
১৬	س	সিন্/সীন্	স	s/স	s
১৭	ش	শিন্/শীন্	শ	শ	š
১৮	ص	সা'দ্	স	s/স	s
১৯	ض	যা'দ্	জ/য	z	z
২০	ط	ত/থ	ত	থ	t
২১	ظ	য	জ/য	z	z
২২	ع	এইন্	আ	আ	a/'
২৩	غ	গেইন্/ğein	গ	ghh	q
২৪	ف	ফে	ফ	f	f
২৫	ق	গফ্/ğāf	গ	ghh	q
২৬	ک	কাফ্/খাফ্	ক	খ	k
২৭	گ	গাফ্	গ	গ	g
২৮	ل	লা'ম্	ল	ল	l
২৯	م	মিম্/মীম্	ম	ম	m
৩০	ن	নুন্/নূন্	ন	ন	n
৩১	و	ওয়াভ্	ও(য়)	v	v/o/u/ow
৩২	ه	হে	হ	হ	h
৩৩	ی	ইয়ে	ই(য়)	y	y/i

3.0 ফারসি বর্ণমালার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:

১. "ا": ফারসি বর্ণমালার প্রথম এ বর্ণটির উচ্চারণগত নাম "অ" এবং আভিধানিক নাম "আলেফ মাদ্দূদে" (আভারসাজী, ১৯৯৮: ১) বা মাদ্-যুক্ত (দীর্ঘস্বরযুক্ত) আলেফ্। তবে কথ্য ভাষায় এ বর্ণটির নাম "অ-য়ে বা'কোলা'হ্" বা টুপিওয়ালা 'অ' (আফশার, ১৩৮১: ১)। বর্ণটির উপরে একটি ছোট বক্ররেখা বর্ণটির উপর টুপির মতো অবস্থান করায় এরকম নামকরণ করা হয়েছে।

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

ধ্বনিগতভাবে এটির সাথে বাংলা বর্ণমালার প্রথম বর্ণ "অ" এর সম্পূর্ণ মিল রয়েছে; তবে বাংলা "অ" এর চেয়ে এর উচ্চারণটা একটু দীর্ঘায়িত হয়। এজন্যই এটিকে "আলেফ মামদূদে" বা দীর্ঘ আলেফ বলে নামকরণ করা হয়। এর উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠ (হক, ২০১০: ১)। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ā" (শাহেদী, ২০১৮: ১৩)। তবে অনেকেই এটিকে ফারসি বর্ণমালার মৌলিক বর্ণ হিসেবে মেনে নেননি, বরং পরপর দুইটি "ا" (আলেফ) এর যৌগিক রূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এ বর্ণটির উচ্চারণ "â" প্রতীক দ্বারাও চিহ্নিত করেছেন (লাযার্ড, ১৩৮৪: ৬৫)।

২. "ا": ফারসি বর্ণমালার দ্বিতীয় এ বর্ণটির নাম "আলেফ" (শাহেদী, ২০১৮: ৩৩)। فرهنگ معاصر فارسی (সমসাময়িক ফারসি অভিধান) প্রণেতাসহ অনেকেই এটিকে 'ফারসি বর্ণমালার প্রথম বর্ণ' বলে মত প্রকাশ করেছেন (আফশার, ১৩৮১: ৫৭)। এটির অন্য একটি রূপও ফারসিতে প্রচলিত; সেটি হচ্ছে "ء" বা "হামযে"। এ বর্ণটি ফারসি বর্ণমালায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ -উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। এর উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠনালী। এটি ঘোষ, সংবৃত্ত, অসংবৃত্ত, সম্মুখ ও পশ্চাত্তালু, কেন্দ্রীয়, নিম্নমধ্য, বিবৃত, হ্রস্য ও দীর্ঘ প্রভৃতিভাবে উচ্চারিত ধ্বনি (স্বপন, ১৯৯০: ১৯)। বাংলা বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ "আ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির হুবহু মিল আছে। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ধ"। তবে এর উপরে 'সাকিন' তথা হসন্ত হলে এটির যে উচ্চারণ হয়, সেটির ধ্বনিতাত্ত্বিক চিহ্ন হচ্ছে " ◌ْ " (লাযার্ড, ১৩৮৪: ৪)। স্বরবর্ণ হিসেবে এটি বেশ কয়েকটি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন: কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে খালি অবস্থায় অবস্থান করলে এটি ওই বর্ণের সাথে "ā" হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটির নিচে 'কাসরে' বা যের থাকলে "এ" (e) এবং উপরে 'যাম্মে' বা পেশ থাকলে "ও" (o) হিসেবে উচ্চারিত হয়।

৩. "ب": ফারসি বর্ণমালার তৃতীয় অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "বে" (আভারসাজী, ১৯৯৮: ৭৯)। বাংলা বর্ণমালার ৩৪তম বর্ণ "ব" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল রয়েছে। এটি অল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি (হক, ২০১০: ৮১৭)। বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "b"।

৪. "پ": ফারসি বর্ণমালার চতুর্থ এ বর্ণটির নাম "পে"। এটি এ বর্ণটির হিন্দুস্তানি উচ্চারণগত নাম। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "ফে" (phe)। বাংলা বর্ণমালার ৩৩তম বর্ণ "ফ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল রয়েছে। এটি ওষ্ঠদ্বারা উচ্চার্য প-এর অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনির দ্যোতক (চৌধুরী, ২০১৭: ৮৯০)। বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "p"।

৫. "ت": এটি ফারসি বর্ণমালার পঞ্চম বর্ণ। এ বর্ণটির হিন্দুস্তানি উচ্চারণগত নাম "তে"। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "থে"। বাংলা বর্ণমালার ২৮তম বর্ণ "থ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর হুবহু মিল রয়েছে। এটি অঘোষ (unvoiced), মহাপ্রাণ (aspirated), দন্ত্য (dental), স্পৃষ্ট (plosive) ধ্বনি (হক, ২০১০: ৫৭৫)। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "t"।

৬. "ث": ফারসি বর্ণমালার ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "সে" (se)। বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। কিন্তু এটির ধ্বনি পরিচিতির জন্য বাংলা বর্ণমালার ৪২তম বর্ণ "স" টিকে ব্যবহার করা হয়। কারণ, বাংলা "স" বর্ণটি কখনো কখনো তার নিজস্ব ধ্বনি থেকে বিচ্যুত হয়ে ইংরেজি বর্ণমালার উনিশতম বর্ণ "s" এর ধ্বনির মতো উচ্চারিত হয়। মূলত ইংরেজি "s" বর্ণটির ধ্বনির সাথে ফারসি এ বর্ণটির ধ্বনিগত পরিপূর্ণ মিল রয়েছে, যে ধ্বনিটি বাংলাভাষীদের নিকট সুপরিচিত। এটি দন্ত্যমূল থেকে উচ্চার্য অঘোষ অল্পপ্রাণ উষ্ম শিষ ধ্বনির দ্যোতক (চৌধুরী, ২০১৭: ১২৬৩)। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "s"।

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

৭. “ج”: ফারসি বর্ণমালার সপ্তম এ বর্ণটির নাম “জিম”। বাংলা বর্ণমালার ১৯তম বর্ণ “জ” এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল রয়েছে। এটি তালু থেকে উচ্চার্য চ-এর ঘোষ অল্পপ্রাণ ঘৃষ্ট ধ্বনির দ্যোতক (চৌধুরী, ২০১৭: ৪৯৪)। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “j”।

৮. “چ”: এটি ফারসি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ। এ বর্ণটির হিন্দুস্তানি উচ্চারণগত নাম “চে”। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম “ছে”। বাংলা বর্ণমালার ১৮তম বর্ণ “ছ” এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর হুবহু মিল রয়েছে। এটি প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনি (হক, ২০১০: ৪৩৪)। বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “č”।

৯. “ح”: ফারসি বর্ণমালার নবম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম “হে”। বাংলা বর্ণমালার ৪৩তম বর্ণ “হ” এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে হুবহু মিল রয়েছে। এটি কণ্ঠনালী থেকে উচ্চার্য ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্ম ধ্বনির দ্যোতক (চৌধুরী, ২০১৭: ১৩৭৯)। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “h”।

১০. “خ”: ফারসি বর্ণমালার দশম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম “xe”, যা বাংলায় উচ্চারণ করা কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। তবে বাংলাদেশের সিলেট এবং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বাংলা “খ” বর্ণটিকে এটির কাছাকাছি উচ্চারণ করা হয় বিধায় ওই অঞ্চলদ্বয়ের মানুষের জন্য এ বর্ণটির উচ্চারণ আত্মস্থ করা তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু অন্যান্য এলাকার বাংলাভাষীদের এ বর্ণটির উচ্চারণ শিখে নিতে হয়। মূলত বাংলা বর্ণমালার ১৩তম বর্ণ “খ” কে তার উচ্চারণস্থান থেকে সামান্য পিছিয়ে গিয়ে ঘোষভাবে আরো মহাপ্রাণ করে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি পাওয়া যায়। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “x”।

১১. “د”: এটি ফারসি বর্ণমালার একাদশতম বর্ণ। এটির নাম “দা’ল্”[১] বাংলা বর্ণমালার ২৯তম বর্ণ “দ” এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে হুবহু মিল রয়েছে। এটি ঘোষ, অল্পপ্রাণ, দন্ত্য, স্পৃষ্ট ধ্বনি (হক, ২০১০: ৫৮১)। বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “d”।

১২. “ذ”: ফারসি বর্ণমালার দ্বাদশ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম “ze”। বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের প্রমিত উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির মিল নেই। এক কথায়, ‘চলিত বাংলায় এ ধ্বনিটি নেই’ (হাই, ২০১৪: ২৭৮)। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় সব আঞ্চলিক ভাষায়ই এ ধ্বনিটির উচ্চারণ বিদ্যমান। বাংলা বর্ণমালার ১৯তম বর্ণ “জ” এবং ৩৭তম বর্ণ “য” কে যখন ইংরেজি বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ “z” এর ধ্বনির মতো উচ্চারণ করা হয়, তখন এটির সঠিক ধ্বনি পাওয়া যায়। এ কারণে বলা যায় যে, এ ধ্বনিটি বাংলাভাষীদের নিকট সুপরিচিত। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “z”।

১৩. “ر”: ফারসি বর্ণমালার ত্রয়োদশতম এ বর্ণটির নাম “রে”। বাংলা বর্ণমালার ৩৮তম বর্ণ “র” এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে হুবহু মিল রয়েছে। এটি দন্তমূলীয় কম্পনজাত অল্পপ্রাণ তরল ধ্বনির দ্যোতক (চৌধুরী, ২০১৭: ১১৫৬)। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায়, ‘ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় কম্পনজাত কম্পিত ধ্বনি’ (আলী, ২০০১: ১০৪)। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “r”।

১৪. “ز”: ফারসি বর্ণমালার চতুর্দশ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম “ze”। এটির প্রকৃতি হুবহু পুর্বোল্লেখিত “ذ” বর্ণটির মতো। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে “z”।

[1] ১ যেসব ক্ষেত্রে ‘ا’ (আকারের উপর কমা) রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ‘ا’ (আ-কার) দীর্ঘস্বরে অ.... এর মত উচ্চারিত হবে। (সামারে, ১৯৯৫: ১)।

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

১৫. "ژ": ফারসি বর্ণমালার পঞ্চদশ সদস্য এ বর্ণটির নাম "že", যা উচ্চারণ করা বাংলায় কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির কোনো মিল নেই বিধায় বাংলাভাষীদের এ বর্ণটির উচ্চারণও শিখে নিতে হয়। তবে ইংরেজি বর্ণমালার সর্বশেষ বর্ণ "z" কে তার উচ্চারণস্থান থেকে সামান্য এগিয়ে নিয়ে আরো ঘোষভাবে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "ž"।

১৬. "س": ফারসি বর্ণমালার ষোড়শ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "সিন্" (sin)। ফারসি বর্ণমালার ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা "ث" এবং এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ হুবহু সমান। এটির উচ্চারণ ইংরেজি বর্ণমালার উনিশতম বর্ণ "s" এর ধ্বনির মতো। এটি দন্ত্যমূল থেকে উচ্চার্য অঘোষ অল্পপ্রাণ উষ্ম শিষ ধ্বনির দ্যোতক। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "s"।

১৭. "ش": ফারসি বর্ণমালার সপ্তদশতম এ বর্ণটির নাম "শিন্"। বাংলা বর্ণমালার ৪০তম বর্ণ "শ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে হুবহু মিল রয়েছে। এটি 'তালব্য অঘোষ স্বল্পপ্রাণ ঘর্ষণজাত ধ্বনি' (আলী, ২০০১: ১০৪); কারো মতে, 'পশ্চাৎদন্তমূলীয় উষ্ম বা শিস ধ্বনি' (হক, ২০১০: ১০৬৫)। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "š"।

১৮. "ص": ফারসি বর্ণমালার অষ্টাদশ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "সা'দ্" (sād)। ফারসি বর্ণমালার ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা "ث", পঞ্চদশ অবস্থানে থাকা "س" এবং এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ হুবহু এক রকম। ইংরেজি বর্ণমালার উনিশতম বর্ণ "s" এর ধ্বনির মতো এটির উচ্চারণ। এটি দন্ত্যমূল থেকে উচ্চার্য অঘোষ অল্পপ্রাণ উষ্ম শিষ ধ্বনির দ্যোতক। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "s"।

১৯. "ض": ফারসি বর্ণমালার উনবিংশ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "zād"। এটির প্রকৃতি হুবহু পুর্বোল্লেখিত "ذ" এবং "ز" বর্ণদ্বয়ের মতো। সেগুলোর মতো এ বর্ণটিরও ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "z"।

২০. "ط": এটি ফারসি বর্ণমালার বিংশতম বর্ণ। এ বর্ণটির হিন্দুস্তানি উচ্চারণগত নাম "ত"। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "থ"। বাংলা বর্ণমালার ২৮তম বর্ণ "থ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর হুবহু মিল রয়েছে। ফারসি বর্ণমালার পঞ্চম বর্ণ "ت" এবং এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ অভিন্ন। এটি অঘোষ, মহাপ্রাণ, দন্ত্য, স্পৃষ্ট ধ্বনি। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "t"।

২১. "ظ": ফারসি বর্ণমালার একবিংশতম এ বর্ণটির নাম "zā"। এটির প্রকৃতিও পুর্বোল্লেখিত "ز" ,"ذ" এবং "ض" বর্ণত্রয়ের মতো। সেগুলোর মতো এ বর্ণটিরও ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "z"।

২২. "ع": এটি ফারসি বর্ণমালার দ্বাবিংশতম বর্ণ। এটির নাম "এইন্"। এর উচ্চারণ-স্থান কণ্ঠনালী। ফারসি বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ "ا" এবং বাংলা বর্ণমালার দ্বিতীয় বর্ণ "আ" এর সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির হুবহু মিল আছে । এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "a"।

২৩. "غ": ফারসি বর্ণমালার ত্রয়োবিংশ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "ğein", যা বাংলায় উচ্চারণ করা কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। তাই বাংলাভাষীদের এ বর্ণটির উচ্চারণও আলাদাভাবে শিখতে হয়। তবে বাংলা বর্ণমালার ১৫তম বর্ণ "ঘ" কে তার উচ্চারণস্থান থেকে আরো ঘোষ এবং আরো মহাপ্রাণ করে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি পাওয়া যায়। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "q" (লাযার্ড, ১৩৮৪: ৪)।

২৪. "ف": ফারসি বর্ণমালার চতুর্বিংশতম এ বর্ণটির নাম "fe"। বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর মিল নেই। তবে উচ্চারণগতভাবে ইংরেজি বর্ণমালার ষষ্ঠ বর্ণ "f" এবং এ বর্ণটির ধ্বনি অভিন্ন। নিম্ন-ওষ্ঠের

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

মধ্যভাগ এবং তার উপরস্থিত ঊর্ধ্ব-দন্তশীর্ষের স্পর্শে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় এটি 'দন্তৌষ্ঠ্য অল্পপ্রাণ অঘোষ' ধ্বনি (হাই, ২০১৪: ৪০)। বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "f"।

২৫. "ق": ফারসি বর্ণমালার পঞ্চবিংশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "ğāf"। বাংলায় এ বর্ণটির উচ্চারণ কিছুটা কঠিন। কারণ বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল নেই। তাই এ বর্ণটির উচ্চারণও বাংলাভাষীদের শিখতে হয়। তবে বাংলা বর্ণমালার ১৫তম বর্ণ "ঘ" কে তার উচ্চারণস্থান থেকে আরো ঘোষ এবং আরো মহাপ্রাণ করে উচ্চারণ করলে এর সঠিক ধ্বনিটি পাওয়া যায়। ফারসি বর্ণমালার ত্রয়োবিংশ বর্ণ "غ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিগত সাযুজ্য বিদ্যমান। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "q" (আফশার, ১৩৮৭: ৯১১)।

২৬. "ک": এটি ফারসি বর্ণমালার ষড়বিংশতম সদস্য। এ বর্ণটির হিন্দুস্তানি উচ্চারণগত নাম "কাফ্"। তবে এটির প্রকৃত উচ্চারণগত নাম "খাফ্"। ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে বাংলা বর্ণমালার ১৩তম বর্ণ "খ" এবং ফারসি এ বর্ণটির উচ্চারণ অভিন্ন। এটি 'জিহ্বামূলীয় বা পশ্চাত্তালুজাত অঘোষ মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি' (হাই, ২০১৪: ৫১)। বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "k"।

২৭. "گ": ফারসি বর্ণমালার সপ্তবিংশতম এ বর্ণটির নাম "গাফ্"। বাংলা বর্ণমালার ১৪তম বর্ণ "গ" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল রয়েছে। এটি জিহ্বামূলীয়, পশ্চাত্তালুজাত বা কোমলতালুজাত, অল্পপ্রাণ ঘোষ, স্পর্শ ধ্বনি (হক, ২০১০: ৩৩৬)। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "g"।

২৮. "ل": ফারসি বর্ণমালার অষ্টাবিংশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "লা'ম্"। বাংলা বর্ণমালার ৩৯তম বর্ণ "ল" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল রয়েছে। এটি দন্তমূল থেকে উচ্চার্য অল্পপ্রাণ পার্শ্বিক তরল ধ্বনির দ্যোতক (চৌধুরী, ২০১৭: ১১৯৪)। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায়, 'ঘোষ অল্পপ্রাণ দন্তমূলীয় পার্শ্বিক ধ্বনি' (আলী, ২০০১: ১০৪)। বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "l" (এল্)।

২৯. "م": এটি ফারসি বর্ণমালার ঊনত্রিংশতম বর্ণ এবং এটির নাম "মিম্"। বাংলা বর্ণমালার ৩৬তম বর্ণ "ম" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এ বর্ণটির হুবহু মিল রয়েছে। এটি স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি (হক, ২০১০: ৯৪২)। এ বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "m"।

৩০. "ن": ফারসি বর্ণমালার ত্রিংশতম এ বর্ণটির নাম "নুন্"। বাংলা বর্ণমালার ৩১তম বর্ণ "ন" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির হুবহু মিল রয়েছে। এটি দন্তমূলীয় (alveolar), নাসিক্য (nasal) ধ্বনি (হক, ২০১০: ৬৫৩)। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "n"।

৩১. "و": ফারসি বর্ণমালার একত্রিংশতম অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "wāv" (ওয়াভ্)। এ বর্ণটি ফারসি বর্ণমালায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ-উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে বাংলা বর্ণমালার কোনো বর্ণের উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এর মিল নেই। তবে উচ্চারণগতভাবে ইংরেজি বর্ণমালার ষষ্ঠ বর্ণ "v" এবং এ বর্ণটির ধ্বনি অভিন্ন। নিম্ন-ওষ্ঠের মধ্যভাগ এবং তার উপরস্থিত ঊর্ধ্ব দন্তশীর্ষের স্পর্শে এ ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের ভাষায় এটি 'দন্তৌষ্ঠ্য মহাপ্রাণ ঘোষ' ধ্বনি (হাই, ২০১৪: ৪০)। ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে বর্ণটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "v"। স্বরবর্ণ হিসেবে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে অবস্থান করলে এটি ওই বর্ণের সাথে "u" বা "উ/ঊ-কার (ু/ূ)" হিসেবে উচ্চারিত হয়। তবে এ অবস্থাতে কখনো কখনো এটি "o" (ও), "ow" এবং "ou" (ঔ)-এর মতোও উচ্চারিত হয় (লাযার্ড, ১৩৮৪: ৩)।

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

৩২. "ہ": ফারসি বর্ণমালার দ্বাত্রিংশতম এ বর্ণটির নাম "হে"। ফারসি বর্ণমালার নবম বর্ণ "ح" এবং বাংলা বর্ণমালার ৪৩তম বর্ণ "হ" এর সাথে এ বর্ণটির ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে হুবহু মিল রয়েছে। এটি 'কণ্ঠনালীয় ঘোষ মহাপ্রাণ ঘর্ষণজাত ধ্বনি' (আলী, ২০০১: ১০৫)। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "h"।

৩৩. "ی": ফারসি বর্ণমালার তেত্রিশতম এবং সর্বশেষ অবস্থানে থাকা এ বর্ণটির নাম "ইয়ে"। এ বর্ণটিও ফারসি বর্ণমালায় স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ-উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে বাংলা বর্ণমালার ৪৬তম বর্ণ "য়" এর উচ্চারণের সাথে ধ্বনিতাত্ত্বিকভাবে এটির হুবহু মিল রয়েছে। এটির ধ্বনিবিজ্ঞানভিত্তিক প্রতীক হচ্ছে "y"। স্বরবর্ণ হিসেবে এটি কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে অবস্থান করলে এটি ওই বর্ণের সাথে "i" বা "ই/ঈ-কার (ি/ী)" হিসেবে উচ্চারিত হয়। এছাড়া এটির উপরে 'ফাৎেহ' বা যবর থাকলে "ইয়া" (ya) এবং 'যাম্মে' বা পেশ থাকলে "য়ু" (yu) হিসেবে উচ্চারিত হয়।

ফারসি বর্ণমালায় বেশকিছু বর্ণগুচ্ছ আছে, যেগুলোর বর্ণসংখ্যা একাধিক হলেও ধ্বনি মাত্র একটি। উচ্চারণের সাযুজ্যতার দিক বিবেচনায় এ বর্ণগুচ্ছের প্রত্যেকটি আনুষ্ঠানিকভাবে "সমধ্বনিসম্পন্ন" (ফারহাঙ্গেস্তান, ১৩৮৬: ৪৪)। যেমন:

১. "ا" (আলেফ), "ء" (হামযে) এবং "ع" (এইন) এর উচ্চারণগত ধ্বনি হচ্ছে: "a"।

২. "ت" (থে) এবং "ط" (থ) এর উচ্চারণগত ধ্বনি হচ্ছে: "থ"।

৩. "ث" (সে), "س" (সিন্) এবং "ص" (সা'দ্) এর উচ্চারণগত ধ্বনি হচ্ছে: "s"।

৪. "ح" (হে) এবং "ہ" (হে) এর উচ্চারণগত ধ্বনির বাংলা প্রতিবর্ণ হচ্ছে: "হ" (খান, ২০১২: ২৭৪)।

৫. "ذ" (যা'ল্), "ز" (যে), "ض" (যা'দ্) এবং "ظ" (যা') এর উচ্চারণগত ধ্বনি হচ্ছে: "z" (সামারে, ১৯৯৫: ৩)।

৬. "غ" (গেইন্) এবং "ق" (গা'ফ্) এর উচ্চারণগত ধ্বনি হচ্ছে: "q" (আফশার, ১৩৮৭: ৯১১, ৯৫৪)।

4.0 উপসংহার:

ফারসিভাষা শিখতে গিয়ে অন্য ভাষাভাষী মানুষ ফরসি বর্ণমালাকে একটি বিদেশী বর্ণমালা এবং এর বর্ণসমূহের উচ্চারণকে কঠিন কোনো উচ্চারণ মনে করে যাতে প্রথমেই ভাষাভীতির দুর্বলতায় আক্রান্ত না হয় , সে কারণে তাদেরকে নিজ ভাষার সমধ্বনিসম্পন্ন বর্ণের সাহায্যে ফারসি বর্ণসমূহের ধ্বনিগত সাযুজ্য নির্দেশ করে যথাসম্ভব সহজ ও সাঠিকভাবে ফারসি বর্ণমালাটি শেখানো উচিত। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীকে সেভাবেই ফারসি বর্ণমালাটি শেখানোর লক্ষ্যে এ প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মাধ্যমে ন্যূনতম বাংলা এবং ইংরেজি বর্ণমালার সাথে পরিচিত যে কোনো বাঙালিকে সহজেই ফারসি বর্ণমালার প্রকৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ শেখানো সম্ভব। আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, কুরআন পড়তে শেখার কারণে আরবি বর্ণমালার সাথে পূর্বপরিচিত বাঙালি মুসলমানরা আরবি বর্ণমালার ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণের সাথে একই চেহারার ফারসি বর্ণমালার অধিকাংশ বর্ণের উচ্চারণ অনেক সময় মিলিয়ে ফেলেন। এ বিভ্রাট নিরসনে ফারসি বর্ণসমূহের প্রকৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক উচ্চারণ বোঝার জন্য বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

5.0 গ্রন্থপঞ্জি

১. আফশার, গোলাম হোসেইন সাদরি এবং অন্যান্য (১৩৮৭); فرهنگ معاصر فارسی (ফারহাঙ্গে মোআসেরে ফারসি); কেতাবখানেইয়ে মিল্লি, তেহরান।

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)

International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
IBJCAL eISSN: 2582-4716
আন্তর্জাতিক দ্বিভাষিক ওয়েবিনার আদিবাসী জীবনযাত্রা
(সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৃতত্ত্ব)
International Bilingual Webinar on Tribal Lifestyle
(Literature-Culture-Anthropology) (IBWTL-1)
Url: https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/index
VOLUME-3; ISSUE 1-2; SPECIAL ISSUE: IBWTL-1, 2020-2021; ibjcal2021SI04; pp. 63-81

২. আভারসাজী, আলী (১৯৯৮); *ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান*; ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা।

৩. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ (২০০১); *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৪. ওঝা, রায়বাহাদুর পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ (১৯৮৯); *প্রাচীন ভারতীয় লিপিমালা* (অনুবাদক ও সম্পাদক: সমাজদার, অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্র নাথ); বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. খান, আবদুস সবুর (২০১২); আরবি-ফারসি হরফের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ; *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যকরণ দ্বিতীয় খণ্ড* (সম্পাদক- রফিকুল ইসলাম এবং পবিত্র সরকার); বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৬. চৌধুরী, শহীদ মুনীর এবং অন্যান্য (১৯৯৬); *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*; জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

৭. চৌধুরী, জামিল (২০১৭); *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৮. ফারহাঙ্গেস্তানে যাবান ভা আদাবে ফারসি (১৩৮৬); دستور خط فارسی (দাস্তুরে খাত্তে ফারসি); ফারহাঙ্গেস্তানে যাবান ভা আদাবে ফারসি; তেহরান।

৯. লাযার্ড, গিলবার্ট (১৩৮৪); دستور زبان فارسی معاصر (দাস্তুরে যাবানে ফারসিয়ে মোআ'সের) (অনু: মেহেস্তি বাহরেইনি); এন্তেশারাতে হোরমোস, তেহরান।

১০. শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ (২০০৬); বাংলা সাহিত্যের কথা; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

১১. শাহেদী, ড. মুহাম্মদ ঈসা এবং অন্যান্য (২০১৮); *ফারসি-বাংলা অভিধান*; রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. সামারে, ড. ইয়াদুল্লাহ (১৯৯৫); آموزش زبان فارسی دورهٔ مقدماتی کتاب اول (অমুযেশে যাবা'নে ফা'রসি দৌরেইয়ে মোগাদ্দামা'তি কেতা'বে আভ্ভাল); আবুল বাশার, ড. কুলসুম (অনু:); ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান, ঢাকা।

১৩. সেন, সুকুমার (২০০৪); *ভাষার ইতিবৃত্ত*; আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৪. স্বপন, আনিসুর রহমান (১৯৯০); *ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ*; বুকভিউ, ঢাকা।

১৫. হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল এবং লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন (সম্পা:) (২০১০); *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*; বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

১৬. হাই, মুহম্মদ আবদুল (২০১৪); *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*; মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৭. Chatterji, Suniti Kumar (1926); *The Origin and Development of the Bengali Language* Part-1; Calcutta University Press, Calcutta.

In Collaboration Wih
(i) School of Languages and Linguistics, Jadavpur University &
(ii) LingClub, Jadavpur University, Kolkata, West Bengal, India.
(iii) Society for Natural Language Technology Research (SNLTR)